অর্থের মাঝে থাকে লালসা আর ফুলের মাঝে ভালোবাসা,
কবিতার মাঝে থাকে প্রেমের আবেগ আপ্লত কথা, যা দিয়ে
ভুলা যায় হৃদয়ের সব ব্যথা:

কবিতা গুচ্ছ

আবদুল আজিজ রাজু

সেই মুখ খানি

আবদুল আজিজ রাজু

বারবার ফিরে আসে সেইমুখ খানি, হৃদয় পটে,
যাকে দেখেছিনু আমিচলন্ত বাসের মাঝে ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায় মুখ খানি ।।
কিন্তু তাহার নিষ্প্রভ মুখে যেন বিদ্যুৎঝলক,
সমুদ্রের সকল নীল যেনপড়ে না পলক ।।
উদ্দাম চঞ্চলা তবু অপচল গভীরসিন্ধুর,
কোথা হতে আনল জানি সেই অপরূপ ।।
চুল যেন অন্ধকার অশান্ত নদীর তরঙ্গ,
চলাৎ চলাৎ ঢেউতোলা মুক্ত বিহঙ্গ ।।
শ্রাবন্তির কারুকার্যময় মুখাবয়ব খানি,
কাজল কৃষ্ণ দুটিআঁখি, হরিণীর চাহনি ।।
দু চোখে ছিল আমার অপলক চাহনি ,
যেন স্বর্গ হতেআসা কোন অপ্সরা ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায়মুখ খানি ।।
ইচ্ছে হলো কিছু কথাবলতে তাহার সাথে,
আর শত সহস্রবছর ধরে তাকে দেখতে ।।
ডাগর ডাগর ঐদুটি চোখে যেন সাতসাগরের নীল,
ইচ্ছে হলো দিতে গুঁজে খোঁপায় চাঁপা ফুল ।।
উদাস সময় কখনচলে, পথ ফুরিয়ে আসে,
ভেঁপু বাজিয়ে বাসখানা যেন তারই আভাস দিচ্ছে ।।
কোথায় তুমি, কোথায় বাড়ি , জানি না কোথায়আজ ,
সাহস করে জানা হয়নি নাম খানি কিতার ।।
মুখোমুখি বসেছিনু সেই স্মৃতিখানি, যা আজ মনে পড়ে,
নিমেষে রাঙা হয় লজ্জায়মুখ খানি ।।

-:নিরন্তরছুটে চলা:-

আবদুল আজিজ রাজু

দিনভর ছুটে চলা, নিরন্তর মানুষের সারি,
জীবনের টানে, অবিশ্রান্ত ঘাম ঝরে ঝরেপড়ে ।।
হয়ে আসে নিসাড় নিযুম,
তবু থেমে নাকো সুদীর্ঘ এছুটে চলা ।।
সকাল না হতেই রান্না ঘরসরব,
গৃহিনীর নানান অভাবের কলরব ।।
চালনেই, নেই বাজার, নেইমাছ তরকারি কিছু,
নিত্যএ অভাব জানি নাকবে ছাড়বে পিছু ।।
কানে তুলো দিয়ে, দুটো ভর্তা ভাতমুখে দিয়ে,
বাসধরতে পারবো কি না সংশয় নিয়ে ।।
ব্যস্ত ত্রস্ত পায়ে, কি জানি বাড়িওয়ালা টের পায় নাকি,
তাহলে সর্বনাশ, ভাড়াটা এবার বাড়াবে জেনে।।
যদি হয় চোখা চোখি, মৃদুহেসে বলবে ডাকি,
ভাড়াটা এবার বাড়াতে হবে কিন্তু তা বলে রাখছি।।
সংসারে নিত্য টানাটানি,
প্রাণ-খানি অতিষ্ঠ জানি ।।
তবুও নিরন্তর ছুটে চলা,
থেমেথাকে নাকো ।।
গেটের সামনেই রিকস্রা দাঁড়ানো, যাবে কিনা শোধালে,
মুচকি হেসে বলে, দেন যদি কিছু বাড়িয়ে ।।
চাল বা ডাল, সব কিছুইআজ আক্রা ,
কিনতে গিয়ে প্রতিনিয়ত খেতে হচ্ছে ধাক্কা।।
তবুও নিরন্তর ছুটে চলা,
থেমে থাকে নাকো ।।
বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষার পালা, কখন আসবে বাসখানা,
হঠাৎ দেখে তার মুখ খানা, হয়ে যায় আটখানা ।।
কোন রকম ঠেলে ঠুলে , যেই গিয়ে বসলো সিটে,
ঘড়িটা জানান দিলো, অফিস সময়ের পনেরো মিনিট আছে হাতে ।।
থেমে থেমে চলছে বাস, গরমে করছে আঁই-ঠাই,
পেপার ওয়ালা এসে বলে লাগবেনাকি ভাই ।।
খবর আছে গরম গরম, যদিও খুব দামে কম,
চোখবুলিয়ে দেখা গোলো সব কিছুর বাড়ছে দাম ।।
তবুও নিরন্তর ছুটে চলা,
থেমে থাকে নাকো ।।
অফিস পৌঁছাতে গিয়ে, বেজে গেলো দশটা
বড়সাব নিয়ে গেলো হাজিরার খাতাটা ।।
লালদাগ পড়ে জানি, থাকলোনা আর মান খানি,
কিজানি এবার যাবে বুঝি, কষ্টে পাওয়া চাকুরি খানি।।
তবুওনিরন্তর ছুটে চলা, আঁইঠাঁই করে প্রাণ,
জানিনা কেমন করে হবেএর সমাধান ।।

-: প্রথম শিহরন :-

আবদুল আজিজ রাজু

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে, পুরো পাড়া যখনঘুমের ঘোরে।
দীঘির অথৈ জলরাশি, মৃদুবাতাসে ছোট ছোট ঢেউতোলে।
নির্ঘুম রাত একা জেগেআছে , জারা নামের ষোড়শীতন্নি তরুণী ।
সবে মাত্র শুরুকরেছে কলেজের নতুন জীবন খানি।।
হঠাৎ আজকে তাহারমনে, সৃষ্টি হলো নতুন একউদাসীনতা,
যখনই হাতে পেলো, জনি নামের সেই দুষ্টটির পত্রখানা।।
হয়ে আসে নিসাড়সব, থেমে যায় কোলাহল,
অবিশ্রান্তভাবে ভেসে আসে কোকিলেরকুহুতান।।
হঠাৎ সচকিত হয়জারা, ও পাশ থেকেভেসে আসে মায়ের গলা,
তুমি কি এখনোজেগে আছো? ঘুমাও নিকি এখন ও?
না মা, হয়েছিকি রাত্রি অধিকখানি? এখনও যে হয়নিশান্ত পাখির কলকাকলি।।
চেয়ে দেখ কৃষ্ণপক্ষেরচাঁদ উঠেনি এখনও আকাশে ?
বলো কি তুমিজারা? রাত্রি হয়েছে ঢের মেলা, কানপেতে শুনো শিশির শব্দকণা
জানালার ফাঁকে দেখ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ।।
ঘুমের নিবিড় বনে, একাই তুমি জাগ্রত, আসলে কি হয়েছো বলতো?
হচ্ছে কি শীতের তীব্রতায় কোন কষ্ট।।
আসলে কি মা হয়েছে এমন, মনটাও কেমন মনে লয়,
রাত্রিটা কেমন জানি , স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হয়।।
মা বলে উঠেন তখন , কণ্ঠে নরম সুর,
ঠিক আছে, এখন শুতে যাও তবে, সবকিছু করে দুর।।
শুতে গিয়ে হয় না ঘুম, এপাশ ও পাশকরে মেলা,
ভাঁজ করা সেইপত্রখানা, হাত বাড়িয়ে নিলো জারা।।
চিঠি টা তারহাতে ধরা, মন উদাসীন, কল্পলোকের আকাশেতে,
উড়ছে যেন সেইছেলেটি, বাজিয়ে বাতাসের বীণ।

উড়ে আসছে দুলকিচালে, পঙ্খিরাজ কে সাথে নিয়ে,
শ্বেত মেঘমালা তাকে কুর্নি শকরে , নামিয়ে করে শির।।
লক্ষ তারকা রাশিযেন, সামান্ত সিপাহির মত করছে প্রদক্ষিণ।।
তাই আজকে জারাহয়েছে অপেক্ষায়মান।।
কোকিল যেন কুহুতানে করছে ঘোষণা,
সে আসছে, সেআসছে সবাই আনন্দে আত্মহারা।।
ক্ষিপ্র হস্তে খুলল জারা, সেইচিঠি খানা,
নেই যেন আজতাতে কিছু ভেসে উঠেশুধুই মুখখানা ।।
চিঠি খানা ভাঁজকরে আবার আগের স্থানে রাখে ,
ফিসফিসিয়ে বলছে কে যেনপড়ছ না কোন অনুরাগে।।
আবার জারা হারিয়েযায়, কল্পলোকের দেশে,
যেখান থেকে তাকে যেনসেই ছেলেটি ডাকে।।
মেঘমালা তৈরি করে নতুনসিংহাসন,
রাজা সেজে আসেযেন সেই প্রিয়জন।।
রানি কোথায় আছেএখন ? লক্ষ তারার প্রশ্নএমন,
চাঁদ যেন বললতখন দেখনা ওদিক চেয়ে।।
লক্ষ তারা মিটিমিটি, বলছে যেন কি,
স্বাগতম সুস্বাগতম মহান রাণীজি ।।
দুষ্ট পেঁচার করুন ডাকে সংবিৎফিরে আসে,
কোথায় গেলো মেঘমালা হারিয়েতারার দেশে।।
আলতোভাবে খোলে জানালা, একরাশশীতের হাওয়া,
কাঁপিয়ে দিয়ে যায়,
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ও তখনঅস্তে চলে যায়।।
কানের কাছে কে যেনআজ, বলছে চুপি চুপি,
তোমায় শুধু ভালোবাসি ভালোবাসি।।
প্রথম প্রেমের শিহরন, তাইতো জারা উতলা,
চুপি চুপি বললসে যে, বন্ধু তোমায়ভুলবো না ।।

-: গার্মেন্টস শ্রমিক :-

আবদুল আজিজ রাজু

ম্লান হয়ে আসে জোছনারআলো,
ফিকে হয়ে আসেপূর্বাকাশ!।
মোয়াজ্জেমের সুললিত কণ্ঠে আযানের ধবনি শুনার ওআগে,
সরব হয়ে আসেছোট ছোট খুপরি ঘর!।
কেহ বা ছুটেচুলার ঘরে, কেহ বাটয়লেটে
যত দ্রুত নিতেহবে দখল ।।
তারপর ছুটে চলা, কারখানারপানে , শুরু হবে নিরন্তরশ্রম।
যারা কাজ করেতৈরি পোশাকের কারখানায় ।।
যাদের অক্লান্ত শ্রম আর সাধনায়,
মাথা উঁচু করেদাড়িয়েছে বিশ্বের আঙিনায় এ দেশ মাতৃকা।।
অনিন্দ্য সুন্দর তখনি, পোশাক সুন্দর যখনি, এ মূল মন্ত্রেবিশ্বাসী,
এমনি করে যারাবিশ্ববাসীকে করেছে সুন্দর ।।
দুবেলা দু মুঠো অন্ন, আর একটু ভালো থাকারসন্ধানে,
যারা ছুটে এসেছেএ ব্যস্ত শহরে, পেছনে রেখে কৈশরের সবসব স্মৃতিকে । ।
অবহেলিত বাংলার সেই নারী সমাজ,
পুরুষ শাসিত সমাজে যারা নিত্য নিপীড়িত।।
চেষ্টা করেছে তারা এ শিল্পকেআঁকড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করতে নিজকে।
কতটুকুন সফল করছে নিজকেসহজে অনুমেয়, ভোরেরমিছিল দেখে ।।
মলিন পোষাকে, বাটিহাতে ধরা ঠোঁটে মুধুরহাসি,
সেই ছুটে চলাকবে হবে সার্থক জানেনা ক কেউ ।।
তবুও খুশি, এদেশ'তো দিনেদিনে হচ্ছে সমৃদ্ধশালী ,
অথচ নিজের দিকেকেউ ফিরেও তাকায়নি ।।
নিজকে যারা বিলিয়ে করেছেসমৃদ্ধ এ শিল্পকে,
শত প্রণাম তবসেই সৈনিকদের তরে।।

-: তুমি এলে অবশেষে:-

আবদুল আজিজ রাজু

যেথায় গিয়েছি ফিরেছি সেখান থেকে, রিক্ত নি:স্ব হাতে,
ভেবেছি অনেক, স্বপ্ন দেখেছি,জেগেছি কত রাতে ।।
অনেক দিন গুনেছি, মিলাতে পারিনি হিসেবের ছোট খাতাটা,
যেথায় গিয়েছি শূন্য হৃদয়ে ফিরেছি, খোলিনি স্মৃতির পাতাটা ।।
অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন অনেক প্রত্যাশার মাঝে,
মরুর ধসুরতার মাঝে, রুক্ষ সুষ্ক বালিকণার ফাঁকে ।।
মায়াবী মরিচিকার মায়াজাল ছিহ্ন করে একফালি
মরুদ্যানেরমত!
তুমি এলে অবশেষে।।
যেন উজ্জ্বল পূর্ণিমার শসি নেমে এসেছেপৃথিবীতে,
তুমি এলে অবশেষে।।
হেমন্তের রুপালি শিশির কণা যেন কুর্ণিশ করে ঝরে পড়ে!
ঝিরি ঝিরি বাতাস যেন তোমার আগমনি বার্তা ঘোষণা করে ।।
চাওয়া পাওয়ার স্মৃতি হাতড়িয়ে, অনেক খুঁজেছি
নিরাশপরিশেষে,
এক পশলা বৃষ্টিরমত, অতৃপ্ত চাতকের কাছে।।
শূন্য হৃদয়ের সকল শূন্যতা মুছে দেওয়ার প্রয়াসে,
তুমি এলে অবশেষে।।

-: খোকা বাবু :-

আবদুল আজিজ রাজু

-

আমাদের খোকাবাবু খায় দায় ঘুমায়,
সব কিছু পারেবাবু যদি কেহ শুধায়।।
আস্তে করা শব্দের কাটুন, বাবু শুনতে পায়,,
পাশের রুমে মায়ের ডাকেদেয় না ক সায়।।
কম্পিউটারের সকল কিছু দ্রুতকরে আয়ত্ত,
পড়ার টেবিল গুছাতেবাবু হয় বেশী বিরক্ত।।
ক্রিকেটের মাঠে বাবু তুষ্ঠ, যদিও করে মহা কষ্ট,
নিজের প্লেট ধোয়ার কাজে, হয় শুধু বিরক্ত।।
কার্টুনের সব সূচি মনেরাখতে পারে,
পড়ার সূচিতে বাবুঅলসতা করে ।।
ঘুম থেকে কভুবাবু নিজে নাহি উঠে,
কাটুন দেখার জন্য কারো নাহিলাগে ।।
আমাদের খোকাবাবু খায় দায় ঘুমায়,
সব কিছু পারেবাবু যদি কেহ শুধায়।।
পড়ার কথা বললেবাবু সবজানা আছে ,
কত নাম্বার পাবেএবার শুধায় যদি তাকে ।।
দশে দশ পাববলে করে বাহাদুরি,
সাড়ে সাত নিয়েএসে করে জারিজুরি ।।
বোনাটাকে করে আদর, কেঁদেউঠে যখনি ,
নিজের কিছু নষ্ট করলে ক্ষেপে উঠে তখনি ।।